আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শহিদদের প্রতি ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা

MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র : ফেব্রুয়ারি ২০২০ : দাম-দশ টাকা

পাটশিল্পের অন্তিম যাত্রা : ফেরার পথ কী পৃষ্ঠা-৭

শ্রমিকের অধিকারসমূহ সংগ্রামের পথেই আদায় করতে হবে পৃষ্ঠা-৮

অধ্যাপক অজয় রায় বড় মাপের মানুষ ছিলেন পৃষ্ঠা-১১

Website : www.vanguardonline.info Party Website : www.spb.org.bd /Socialist-Party-of-Bangladesh

দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা নির্ধারণসহ ৭ দফা

দাবিতে চা-শ্রমিক ফেডারেশন এর মত বিনিময়সভা

বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি '২০ জেলা প্রেসক্লাবে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়

বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যেগে দৈনিক নগদ মজুরি ন্যূনতম ৪০০ টাকা নির্ধারণসহ ভূমির অধিকার ও চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের দাবিতে হবিগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভীবাজারে মত বিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি '২০ জেলা প্রেসক্লাবে চা-শ্রমিকনেতা প্রণব বাগতির সভাপতিত্বে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে ধারণাপত্র তুলে ধরেন বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের উপদেষ্টা অ্যাড. আবুল হাসান, সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা রফিক, সিপিবির জেলা সভাপতি কমরেড হাবিবুর রহমান, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ভূপিকা রঞ্জন দাশ, বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধা, সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী মোমিন, বাসদ জেলা সমন্বয়ক অ্যাড. জুনায়েদ আহমেদ, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি হবিগঞ্জ জেলার সদস্যসচিব নূরুল হুদা চৌধুরী শিবলী, বাসদ চুনারুঘাট উপজেলার আহ্বায়ক কুদ্দুস মজুমদার, নবীগঞ্জ উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান নাজমা বেগম, বাসদ চুনারুঘাট উপজেলার সদস্যসচিব মুজিবর রহমান ফরিদ, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির অ্যাড. রণধীর দাশ, জেলা উদীচীর সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান, 'সুজন'-এর জেলা সাধারণ সম্পাদক মিসবাউল আলম লিটন, জেলা ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ আহমেদ, 'জেলা বাপার' নেতা তোফাজ্জল সোহেল, অ্যাড. মো. জিলু মিয়া, বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপংকর

ঘোষ, রজনগর চা বাগানের নেতা বিপ্লব মাদ্রাজী পাশী, চান্দপুর চা বাগানের শ্রমিক বীরেন কালিন্দি, রেমা চা বাগানের চা-শ্রমিক মানিক দাস পাইনকা, বেগমখান চা বাগান শ্রমিক কনকলতা রাজবংশী, লস্করপুর পঞ্চায়েত কমিটির সহসভাপতি মালতি কালিন্দি, খোয়াই থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন খান, বাসদ নবীগঞ্জ থানার নেতা তৌহিদুর রহমান, নাট্যকর্মী সরোয়ার পরাগ ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন চান্দপুর চা বাগানের নেতা খাইরুন আক্তার প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সমাজের উৎপাদন ও অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি শ্রমিক। এই শ্রমিকরা সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত; তারা শারীরিকভাবে দুর্বল, রোগে ভোগে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে। এরমধ্যে চা-শ্রমিকদের অবস্থা আরও করুণ। তাদের মাথা পিছু আয় সবচেয়ে কম। মজুরি নির্ধারনের মানদণ্ডসমূহ : বাজরদর, শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপদনশীলতার ব্যাপারগুলো এদের মজুরি নির্ধারনের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয় না। অসহায় শ্রমিককে যত কম মজুরি দেয়া যায় মালিকের মুনাফা তত বাড়ে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রায় ১৭০ বছর পূর্বে প্রতারণা, মিথ্যা আশ্বাস, উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে অবিভক্ত ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজসহ বিভিন্ন অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে চা বাগানে নিয়ে আসা হয়, সেই বর্বরতার কোন তুলনা হয় না।

যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্রিটিশ মালিকরা বাগান পরিচালনা করতো বর্তমানেও তার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। উভয় মালিকের দৃষ্টিভঙ্গি একই। বাজার দরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মজুরি থেকে চা শ্রমিকরা আজও বঞ্চিত। উন্নত আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসার নামে চলছে প্রহসন। বিশুদ্ধ পানি, উন্নত পয়ঃপ্রণালী, মানসম্মত রেশন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ কোন কিছুরই সন্তোষজনক আয়োজন নেই। বংশ পরম্পরায় চা বাগানে বসবাস করলেও নেই ভূমির অধিকার। স্বাধীন বাংলাদেশে চা শ্রমিকরা শুধু ভোট ব্যাংক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারি উদ্যোগ বাণিজ্যের প্রসারে যতটুকু মনোযোগী, চা শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নে ততটুকু নয়। আর শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত চা শ্রমিক ইউনিয়নের আপসকামী, সুবিধাবাদী নেতৃত্ব শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যার্থ হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। যারফলে চা শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি ৫০ পয়সা/ ১ টাকা বৃদ্ধির পরিবর্তে একবারে ১৬ টাকা বৃদ্ধির নজির স্থাপন হয়। শ্রম আইন ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) অনুসারে প্রতি ৫ বছর বা তার পূর্বেই প্রতিটি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণের কথা থাকলেও ২০০৯ সালের পর বর্তমান মজুরি বোর্ড গঠন পর্যন্ত ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে অর্থাৎ চা শ্রমিকরা ইতিমধ্যে শ্রম আইনের ১৪১ ধারায় উল্লেখিত মানদণ্ডের মাপকাঠির বিচারে নির্ধারিত মজুরি থেকে কমপক্ষে ৫ বছর যাবত বঞ্চিত। আইন নির্ধারিত মজুরির পরিমাণ পুনর্নির্ধারিত না হওয়ায় শ্রমিক ইউনিয়নও দরকষাকষি করে ন্যায্য মজুরি আদায় করতে পারেনি। সর্বশেষ যৌথ দরকষাকষি চুক্তির মেয়াদ প্রায় এক বছর পূর্বে ২০১৮ সালে অতিক্রান্ত হয়েছে, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য অসহনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন অজুহাতে কালক্ষেপণ করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি কমপক্ষে ৪০০ টাকা নির্ধারণের দাবিতে 'বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন' দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে। চা শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি কমপক্ষে ৪০০ টাকা নির্ধারণের দাবির যৌক্তিকতা নিম্নে উল্লেখ করছি। সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : কর্ম হচ্ছে প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়। সে অনুযায়ী যুক্তিসংগত অথবা মানবিক মর্যাদা রক্ষা করার মতো মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। যুক্তিসংগত অথবা মানবিক মর্যাদা রক্ষা করারমতো মজুরি নির্ধারণ করতে হলে শ্রমিকদের তিন বেলা মানসম্পন্ন খাবার, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, অসুস্থ্য হলে চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা, অতিথি আপ্যায়ন, বিনোদন, বৃদ্ধ বয়সের সঞ্চয়কে বিবেচনায় নিতে হবে। তা না হলে তা মানবিক জীবন হবে না।

দেশ সমৃদ্ধ হবে আর দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি শ্রমিকরা দরিদ্র থাকবে তা নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশের মতো দেশে দারিদ্র সীমার উপরে উঠতে মাথাপিছু আয় হতে হবে দৈনিক ২ মার্কিন ডলার। সেই হিসাবে ৬ সদস্যের পরিবারের দৈনিক আয় হতে হবে ১২ মার্কিন ডলার বা ১০০৮ টাকা (১ ডলার = ৮৪ টাকা ধরে)। পরিবারের দুইজন সদস্য উপার্জনকারী হিসাবে ধরলেও প্রতি সদস্যের দৈনিক মজুরি হতে হবে ৫২২ টাকা।

সরকার ঘোষিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী ২০১৫ সালের পে-স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপে বেতন ৮ হাজার ২৫০ টাকা বেসিক ধরে ১৫ হাজার ৮৫০ টাকা এবং জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশনের সর্বনিম্ন ধাপে মজুরি ৮ হাজার ৩০০ টাকা বেসিক ধরে ১৫ হাজার ৮৫০ টাকার বেশি নির্ধারিত হয়েছিল। ২০১৫ থেকে ২০১৮ এই ৪ বছরের মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যস্ফীতি ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার বিবেচনায় বর্তমানে তা যথাক্রমে ১৮ হাজার ১৭৫ এবং ১৮ হাজার ৫৩০ টাকার বেশি। যা দৈনিক ৬০০ টাকার বেশি। সরকারি কর্মচারীরা পেনসনসহ যে সকল সুবিধা ভোগ করেন সেটা বিবেচনায় নিয়ে পরাধীন আমলেও শ্রমিকদের মজুরি রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের চেয়ে বেশি থাকত। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে : ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ এবং জন্মস্থানের কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। ১৫ নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে বলা হয়েছে। তাহলে স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরেও চা শ্রমিকদের মজুরি কেন রাষ্ট্রীয় শ্রমিক-কর্মচারীদের চেয়ে কম হবে?

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে আরও ৫ বছর আগে বলেছিলেন, এখন দেশের খেতমজুররাও গ্রামে যে মজুরি পায় তাতে ১০ থেকে ১২ কেজি চাল কিনতে পারে। ৪০/৪২ টাকা কেজির মোটা চাল যদি ১২ কেজি কিনতে চায় তাহলে দৈনিক আয় করতে হয় প্রায় ৫০০ টাকা। সেক্ষেত্রে চা শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি তার চেয়ে কোন বিবেচনাতেই কম হতে পারে না।

প্রতি ৪ কেজি কাঁচা চা পাতা থেকে ১ কেজি চা উৎপাদিত হয়। একজন শ্রমিককে ২৩ কেজি চা পাতা সংগ্রহের জন্য ১০২ টাকা মজুরি দেয়া হয়। ২৩ কেজি কাঁচা চা পাতা থেকে ৫.৭৫ কেজি চা উৎপাদিত হয় এবং ৩০০ টাকা কেজি দরে যার বাজার মূল্য ১ হাজার ৭২৫ টাকা। অর্থাৎ একজন চা শ্রমিক প্রতিদিন ১ হাজার ৭০০ টাকার বেশি চা পাতা উৎপাদন করে মজুরি পায় ১০২ টাকা। দেশের চা বাগানে ব্যবহৃত প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার হেক্টর জমির জন্য বাৎসরিক একর প্রতি ৫০০ টাকা ভূমিকর পরিশোধ ব্যতিত চা বাগান মালিকদের তেমন কোন মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় না। জমি প্রস্তুতকরণ, চারা রোপন, সেচ, কাটিং, সার ও কীটনাশক ব্যয় এবং কারখানায় চা পাতা শুকানোর জন্য ব্যবহৃত গ্যাস ও বিদ্যুতের ব্যয়ই চা শিল্পের প্রধান বিনিয়োগ। তাই মূল্য সংযোজন এবং শিল্পের সক্ষমতা বিচারে চা শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি কোনভাবেই ৪০০ টাকার কম হতে পারে না।

৬ সদস্যের পরিবারের জন্য (৭১৪) বর্গফুটের মাটির ঘর, মাসে প্রতি কেজি ২ টাকা দরে ১৫ কেজি চাল বা আটা সরবরাহ (২ জন নির্ভরশীল শিশু থাকলে ৩৬.৫ কেজি), অবসর গ্রহণের পর সপ্তাহে ১০০ টাকা অবসরভাতা, শ্রমিকদের চাষাবাদের জন্য জমি বরাদ্দ দেয়া (যদিও প্রতি ১ কেয়ার অর্থাৎ ১ বিঘা থেকে ৩ শতাংশ কম জমির বিপরীতে বছরে ১১২ কেজি থেকে ১৫০ কেজি রেশন কেটে নেয়া হয়) আর প্রয়োজনীয় উপকরণবিহীন নামমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্রের বিনামূল্য চিকিৎসার সুযোগের বিবেচনায় দৈনিক নগদ মজুরি ৪০০ টাকা করার দাবি জানানো হচ্ছে। অন্যথায় দৈনিক মজুরির দাবি হতো ৬০০ টাকার বেশি। যে শ্রমিকের শ্রমে ঘামে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে, তাদের জীবনকে দারিদ্রের চক্রে আবদ্ধ রেখে আর যাই হোক দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশ শুধু মালিকের দেশ নয়, দেশ বলতে বোঝায় শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি মানুষের দেশ। ৯৫ শতাংশ মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের ও বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এমতাবস্থায় 'বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন' দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি বিকাশের স্বার্থে, শ্রমজীবী মানুষ বিশেষত চা-শ্রমিকদের মানবিক জীবনযাপন করার প্রয়োজনে দৈনিক নগদ মজুরি ৪০০ টাকা নির্ধারণসহ ৭ দফা দাবির প্রতি আপনাদের সমর্থন প্রত্যাশা করছে।

আমাদের দাবি সমুহ :

১। দ্রব্য মূল্য, পে-স্কেল, জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন বিবেচনা করে চা শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি ৪০০ টাকা দিতে হবে। রেশন হিসেবে প্রত্যেক শ্রমিককে সপ্তাহে ৫ কেজি এবং নির্ভরশীলদের জন প্রতি সপ্তাহে ৩ কেজি চাল এবং প্রতি শ্রমিককে মাসে ২ কেজি চা পাতা দিতে হবে।

২। মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে দৈনিক কাজের নিরিখ বৃদ্ধি করা যাবে না। নিরিখের অতিরিক্ত প্রতি কেজি কাঁচা পাতা উৎপাদনের জন্য এবং ছুটির দিনে কাজের জন্য দ্বিগুণ হারে মজুরি দিতে হবে।

৩। চাষাবাদের জন্য প্রদত্ত জমির জন্য সরকার নির্ধারিত ভূমিকরের অতিরিক্ত মূল্যের রেশন কাটা যাবে না। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাটের চান্দপুর-বেগমখান চা বাগানের কৃষি জমিতে 'ইকোনমিক জোন' তৈরির সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। চা-শ্রমিকদের বসত বাড়ি ও কৃষি জমির স্থায়ী মালিকানা দিতে হবে। চা বাগানে রাবার বাগান করাসহ বিভিন্ন প্রজেক্টের নামে চা শিল্প ও শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা ধ্বংসের চক্রান্ত অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৪। দেশের সকল চা বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পর্যাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করতে হবে । চা শ্রমিক সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষাভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। প্রতি বাগানে স্থায়ী এমবিবিএস ডাক্তার ও স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ, এ্যাম্বুলেন্স ও বিনা মূল্যে পর্যাপ্ত ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে। বাগানের বাইরে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে চিকিৎসা ব্যয় মালিকদের বহণ করতে হবে। ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয়জল ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের ঘর-বাড়ি সংস্কার, স্বাস্থ্যসম্মত (ন্যূনতম ৮২২ বর্গফুটের ঘর)ও আধুনিকায়ন করতে হবে।

৬। অস্থায়ী শ্রমিকদের অবিলম্বে স্থায়ী করতে হবে। বেকারদের চাকরি দিতে হবে। অনাবাদি জমিতে চায়ের চাষ করে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। রুগ্ন সকল চা বাগানের লিজ বাতিল করে টি বোর্ডের অধীনে পরিচালনা করতে হবে।

৭। শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাতিল করতে হবে। প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ নয় প্রতিটি চা বাগানকে আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সবেতন ছুটিসহ ঐতিহাসিক ২০ মে কে 'চা-শ্রমিক দিবস' হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করতে হবে।

লটে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিতসিে

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ৩১ জানুয়ারি '২০ মুসলিম সাহিত্য সংসদে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ফেডারেশনের জেলার সহসভাপতি লিটন কুমার মৃধার সভাপতিত্বে ও সন্দীপ রঞ্জন নায়েকের পরিচালনায় বৈঠকে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট বেদানন্দ ভট্টাচার্য, শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, মৌলভীবাজার জেলা বাসদ সমন্বয়ক অ্যাড. মঈনুর রহমান মগনু, বাসদ সিলেট জেলা সমন্বয়ক আবু জাফর, সাম্যবাদী দল জেলা সাধারণ সম্পাদক ধীরেন সিংহ, গণতন্ত্রী পার্টি জেলা সভাপতি আরিফ মিয়া, ন্যাপ জেলা সাধারণ সম্পাদক এম এ মতিন, আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ই ইউ শহিদুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম, সুজন সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী, সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক মিরর সম্পাদক আহমেদ নূর, সিপিবি যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল হাছান, চা-শ্রমিক ফেডারেশনের উপদেষ্টা প্রণব জ্যোতি পাল, সুরমা ভ্যালি সভাপতি রাজু গোয়ালা, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ঘোষ, রাজনগর বাগান ইউপি সদস্য বিপ্লব মাদ্রাজি প্রমুখ।

মৌলভীবাজারে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন

‘শ্রমিকদের জন্য শুধু সহানুভূতিই নয়, তাদের ন্যায্য মজুরিও নিশ্চিত করতে হবে’

মৌলভীবাজার জেলা শাখার উদ্যেগে ৯ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রেসক্লাবে গোলটেবিল বৈঠক জেলা সংগঠক বিপ্ল-ব মাদ্রাজী পাশীর সভাপতিত্বে এবং আবুল হাসান ও সদস্য কিরণ শুক্ল বৈদ্যের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দ্বীপংকর ঘোষ ধারনাপত্র পাঠ করেন। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বাসদ মৌলভীবাজার জেলা আহ্বায়ক অ্যাড. মঈনুর রহমান মগনু, বাসদ হবিগঞ্জ জেলা সমন্বয়ক অ্যাড. জুনায়েদ আহমেদ, বাসদ সিলেট জেলা সমন্বয়ক আবু জাফর, সিপিবি জেলা কমিটির সদস্য জহর লাল দত্ত, ন্যাপ জেলা সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী নিহারেন্দু হোম সজল, প্রথম আলো জেলা প্রতিনিধি আকমল হোসেন নিপু, ডেইলি স্টার জেলা প্রতিনিধি মিন্টু দেলোয়ার, প্রভাষক জলি পাল, কাজী শামসুল হক, প্রণব জ্যোতি পাল, এম খসরু চৌধুরী, কবি ও সাংবাদিক জাবেদ ভূঁইয়া ।